তারিখ 24 NOV 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক সংবাদ ৫৬

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরে চলে সার্টিফিকেট ও কংকাল বিক্রির ব্যবসা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) চট্টগ্রাম, ২৩শে নভেম্বর।- চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে ঘিরেও চলছে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ও কংকাল বিক্রির ব্যবসা। নানা অনিয়মে ভেঙে পড়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষও অবহিত রয়েছেন। কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ সকল কাজে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু নানা মহলের আশীর্বাদপুষ্ট বলে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া যাচ্ছে না।

হাসপাতালের একটি সূত্রে জানা গেছে, অস্বাভাবিক কারণে মৃত ব্যক্তির লাশ বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করার ঘটনা অহরহ ঘটছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৩ জন কর্মচারী দু'টি পৃথক হত্যাকান্ডের আসামী হয়ে দীর্ঘদিন হাজতবাস করার পরও ভুয়া ডাক্তারী সার্টিফিকেটে নিয়মিত চাকরি করে যাচ্ছে।

সূত্রমতে, দুর্নীতিবাজ এ চক্রটি দীর্ঘদিন থেকে ডাক্তারদের প্যাড, সীল, সই জাল করে এবং জরুরী বিভাগ ও বহির্বিভাগে ভুয়া এন্ট্রি দেখিয়ে, বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্ম-চারীদের কাছে ভুয়া সার্টিফিকেট বিক্রি করে আসছে। বিশেষ করে পার্বত্য জেলাগুলোতে বদলিকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীরাই এই জাল চক্রের স্বরণাপন্ন হচ্ছেন বেশি।

১৯৯২ সালে শুধু বান্দরবান জেলার পুলিশ বিভাগেই এ ধরনের শতাধিক ভুয়া জাল সার্টিফিকেট ধরা পড়ে। জাল সার্টিফিকেট রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এই জাল চক্রটির সন্ধান পায়। পুলিশ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মোঃ সোলেমান ও নেপাল চন্দ্র দে কে গ্রেফতার করলে মূল রহস্য বেরিয়ে পড়ে।

তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আবুল হোসেন, বাবুল চন্দ্র দে ও নূরুল আসমের বিরুদ্ধে বান্দরবন সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। (নং-৫২/৯২ তারিখ ২৭-৮-৯২)। আসামীদের সকলেই হাসপাতাল কর্মচারী হলেও কর্তৃপক্ষ সোলেমানকে চাকরিচ্যুত করে, অন্যদের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়নি। এ ঘটনার পর চক্রটি কিছুদিন নীরব থাকার পর আবারও তারা সার্টিফিকেট ব্যবসায় নেমে পড়েছে।

নগরীর পাথরঘাটায় পৃথক দু'টি খুনের মামলার অভিযুক্ত হয়ে (মামলা নং-১(৯)৯২ ও ২(৯)৯২) হাসপাতালের তিনজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সন্তোষ জলদাস, শান্তিপদ জলদাস ও বিন্দাবালা জলদাস দীর্ঘদিন হাজতবাস করার পর ভুয়া ডাক্তারী সার্টিফিকেট দিয়ে নিয়মিত চাকরিতে যোগদান করেছে। সন্তোষ ও শান্তিপদকে ডাঃ এম আকবর ইউসুফ এবং বিন্দাবালা জলদাস বাংলাদেশ ব্যাংক চরগ্রাম শাখায় নিয়োজিত ডাক্তার মিহির কান্তি চক্রবর্তীর সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরিতে যোগদান করেছে।

এই চক্রটি ১৯৯৪ সালে হাসপাতালে মৃত থেকে কংকাল হিসেবে ১৫টি লাশ দেশের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে বিক্রি করে। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে (স্মারক নং শা-১-৯৪/৩১৪৫ (৫) তাং ৩-৯-৯৪) ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন হলেও তা ধামাচাপা পড়ে আছে। এখানে চক্রটি প্রতিনিয়ত ঘটনা দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির লাশ নানা অনিয়মের মাধ্যমে বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।